যুগান্তর ৪৫ পৃষ্ঠা
তারিখ 11 JAN 2008
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৩

পরিবর্তনের ১ বছর

উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কার

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

গত বছর জানুয়ারিতে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। স্বাধীনতার পর থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রায় প্রত্যেকটি সরকার চিন্তাভাবনা করেছে, বিদ্যমান ব্যবস্থাগুলির পরিমার্জনা এবং পরিবর্তনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়াস নিয়েছে। কিন্তু বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি, ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়গুলির বাইরে শিক্ষার মান বৃদ্ধি বা শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম হাতে নেয়ার আগ্রহ বা সক্ষমতা সরকারগুলি দেখাতে পারেনি। প্রায় প্রতিটি সরকারই অবশ্য একটি জাতীয় শিক্ষা নীতি নির্ধারণের জন্য কমিশন করেছে সর্বশেষ প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞার নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশন ২০০৩ সালে তার প্রতিবেদন পেশ করে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। প্রতিবেদনের আলোকে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। বিগত জোট সরকার একমুখী শিক্ষার নামে একটি পশ্চাৎপদ ব্যবস্থা জাতির ওপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। বর্তমান সরকার তা বাতিল না করলেও এর বাস্তবায়ন স্থগিত রেখেছে। আমরা আশা করি এটি শিগগির বাতিল হবে।

বিগত সরকারের আমলে স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল। বর্তমান সরকার তা সংশোধন করেছে, ফলে শিক্ষার্থীরা এখন প্রকৃত ইতিহাসটি সম্পর্কে জানতে পারছে। এজন্য সরকার সাধুবাদ পাবে। কিন্তু একই সঙ্গে বছরের শুরুতেই যাতে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা তাদের পাঠ্যবই হাতে পায়, এবং পাঠ্যবইগুলি ত্রুটিমুক্ত এবং আকর্ষণীয় হয়, সে ব্যবস্থাও করতে হবে। স্কুল কলেজের পরিচালন-সভাগুলিতে এখন রাজনৈতিক ব্যক্তিদের উপস্থিতি নেই বলে তাদের কাজেকর্মে গতিশীলতা এসেছে। কিন্তু এ বছরের শেষে যে নির্বাচন হবে, তাতে একটি নির্বাচিত সরকারই দেশ পরিচালনার জন্য দায়িত্ব পাবে। তখন যাতে আবার পুরনো অবস্থায় ফিরে যেতে না হয়, সে লক্ষ্যে এখনি বেশকিছু প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করে ফেলতে হবে। শিক্ষা হচ্ছে একটি জাতির টিকে থাকার অবলম্বন, তার এগিয়ে যাবার শক্তি। শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি করার কোনো অধিকার কোনো সরকার, দল বা ব্যক্তির নেই।

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের কথাটি যত সহজে বলা হলো, তা কাজে ফলানো ততটাই কঠিন। এজন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক/ প্রশাসনিক সদিচ্ছা; যারা সংস্কার করবেন, তাদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা; অর্থ ও মানবসম্পদের সমাবেশ; সমাজের

ইত্যাদির অভাব, সহশিক্ষা কার্যক্রমের অপ্রতুলতা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের—যা ছাত্রসংখ্যার হিসেবে দেশের সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় দীনদশা, ইত্যাদি। এর প্রত্যেকটির পেছনে সত্য রয়েছে এবং এদের সমাধানও রাতারাতি সম্ভব নয়। বরং বলা যায়, যত দিন যাবে, সমস্যার তালিকা আরো দীর্ঘ হতে পারে। কিন্তু একথাও সমান সত্য যে, এসব সমস্যা নিয়ে আমাদের উচ্চশিক্ষা একুশ শতকের পথ পাড়ি দিতে পারবে না এবং এগুলোর সুষ্ঠু এবং যথাশীঘ্র সমাধান প্রয়োজন, যতই কঠিন বা ব্যয়বহুল তা হোক।

উপরিলিখিত সমস্যাগুলোর সমাধান সম্ভব যদি সরকার, নাগরিক সমাজ ও সংশ্লিষ্টরা ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবক সকলেই এ ব্যাপারে সমন্বিত একটি কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে অবশ্য উদ্যোগটি আসতে হবে সরকার থেকে। একই সঙ্গে, বেসরকারি খাতেরও অংশগ্রহণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালগুলির উন্নয়নে প্রয়োজনীয় হবে। তবে একটি দেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার মূল ভিত্তিটি হতে হবে জনমুখী এবং সর্বজনীন, অর্থাৎ পাবলিক এবং তা সকল শিক্ষার্থীর সাধ্যের মধ্যে থাকতে হবে। উচ্চশিক্ষার উন্নয়নে যে কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি, সেগুলো হলো :-

—অর্থায়ন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি। সরকারের উচ্চ শিক্ষা সহ সার্বিকভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যাতে তাদের গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম ও অন্যান্য উপায়ে নিজস্ব কার্যক্রমের কিছুটা হলেও অর্থায়ন করতে পারে, তার উদ্যোগ নিতে হবে।

—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতিতে সরকার বা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের জড়িত হওয়ার বিষয়টি বন্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্বটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাঙ্গনে নগ্ন দলীয় রাজনীতি চর্চা, বিশেষ করে শিক্ষকদের, একেবারেই নিরুৎসাহিত করতে হবে। কোনোক্রমেই শিক্ষাঙ্গনে হানাহানি ও সংঘর্ষের পরিবেশ চলতে দেয়া উচিত হবে না। যদি দলীয় রাজনীতির অশুভ প্রভাব না থাকে, শিক্ষাঙ্গনগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি ও ছাত্রভর্তিতে স্বচ্ছতা ও নিয়মানুবর্তিতা ফিরে আসবে। একই সঙ্গে উপাচার্যসহ অন্যান্য প্রশাসনিক পদে নিয়োগও স্বচ্ছ করতে হবে।

—শিক্ষার মান উন্নয়নে সার্বিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এজন্য শিক্ষকদের প্রশ্নাতীত যোগ্যতা থাকতে হবে। পাঠ্যক্রম ও পাঠদানের উন্নত মান নিশ্চিত করতে হবে এবং গন্থাগার ও গবেষণাগার সর্বশেষ প্রযুক্তি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও একাডেমিক অ্যাক্রেডিটেশন প্রথা চালু

যুগান্তর ৪৫ পৃষ্ঠা
তারিখ 11 JAN 2008
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৩

পরিবর্তনের ১ বছর

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাফল্য

পরিবর্তনের পথে বাংলাদেশ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। অস্বস্তিকর এবং অসহনীয় বলছি এজন্য যে, গোটা জাতি তখন অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল। জান-মালের নিরাপত্তাহীনতা, রাজনৈতিক হানাহানি, বিভেদ-বিরোধ, সন্ত্রাস-সংঘর্ষ, মারামারি, হরতাল, ধর্মঘট, ঘেরাও, জ্বালাও-পুড়াওসহ সার্বিক পরিস্থিতি এমন চরমে পৌঁছেছিল যা মনে হলে এখনো আঁতকে উঠে প্রতিটি বিবেকবান মানুষ।

দেশের মানুষ এ অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তির প্রহর গুণছিল ঠিকই, কিন্তু কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিল না। সবশেষে ১/১১ পট পরিবর্তনের পর হাফ ছেড়ে বাঁচে গোটা জাতি, জনমনে শান্তি ও স্বস্তি ফিরে আসে। বিগত এক বছরে বাংলাদেশে যা ঘটেছে তা ছিল সবার জন্য অকল্পনীয়, অসাধারণ। এর মধ্যে রাজনীতিকে কালো টাকা ও পেশীশক্তির রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং খাতসহ সকল অর্থনৈতিক খাতে স্বচ্ছতা, সততা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশনসহ দেশের প্রায় সকল মুখ্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক সংস্কার আনা হয়েছে। জনগণের জন্য ন্যায় বিচার প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে নির্বাহি বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করা হয়েছে। সেবা খাতে এসেছে গুণগত পরিবর্তন। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্ভিস ডেলিভারি সিস্টেম স্বচ্ছ করা হয়েছে। কমানো হয়েছে জনভোগান্তি। একই সাথে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে পর পর দু'টি বন্যা আর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় সিডরকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে দেশের কৃষি ও অর্থনীতি। এরপরও সরকার সকলের সহযোগিতা নিয়ে আবারও ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে। জাতি নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখছে।

একটি সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতা নিরূপণের জন্য এক বছর সময় যথেষ্ট নয়। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিভিন্ন খাতে অনেক গুণগত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। সরকার গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে ভবিষ্যতে দেশ আরো এগিয়ে যাবে। বিগত এক বছরে দেশের বিভিন্ন খাতে উন্নয়নের চিত্র সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

সংস্কার

- ১ নভেম্বর ২০০৭ তারিখ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ কার্যকর হয়েছে। দুই মাসে ৮৩,০৯১টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। মোট ৪১ টি অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে।
- নবগঠিত নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা করে। রোডম্যাপ অনুযায়ী ইতোমধ্যে দুই কোটি নাগরিক ছবিযুক্ত ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছেন। গণ-প্রতিনিধিত্ব ... নির্বাচনকালীন আচরণবিধি এবং রাজনৈতিক

বাস্তবায়ন এগিয়ে চলছে।

- বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন পুনর্গঠন করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

- বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ৫,৭০,৫৯৩ জনশক্তি রপ্তানি করা হয়েছে।
- ১৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এক বছরে ৬,৪৭৯ জন শ্রমিককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- দেশে-বিদেশে অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে নতুন নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন ট্রেডে ১ লাখ ২০ হাজার যুব ও যুব মহিলাকে প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে প্রায় ৪৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- সচিবালয় নির্দেশমালা ২০০৭ প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ওএসডি কর্মকর্তার সংখ্যা ৪৬৮ থেকে ৯৮ জনে কমিয়ে আনা হয়েছে। প্রশাসনে গতিশীলতা আনতে ২,৬৮৫ জন কর্মকর্তাকে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

সেবা খাত

- সরকারের সব ধরনের সেবা জনগণ কখন, কোথায়, কীভাবে পাবে তা জানাতে প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও সংস্থায় সিটিজেন চার্টার টাঙিয়ে দেয়া হয়েছে।
- জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর থেকে মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান বিক্রয়ের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- সংবাদপত্রসেবীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ষষ্ঠ ওয়েজ বোর্ড রোয়েদাদ ঘোষণা করা হয়েছে। চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়েছে। চলচ্চিত্র থেকে অশ্লীলতা নির্মূলে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।